একক ২ □ বলকান জাতীয়তাবাদ

গঠন

২.২.০ উদ্দেশ্য

২.২.১ প্রস্তাবনা

২.২.২ বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২.২.৩ বলকান জাতি-রাষ্ট্র গঠনের পর্যায়

(ক) সার্বিয়ার অভ্যুত্থান

(খ) গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম

(গ) ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী অধ্যায়

(ঘ) রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ ও বার্লিন চুক্তির পরবর্তী অধ্যায়

(ঙ) বলকান যুদ্ধের পটভূমিকা

(চ) প্রথম বলকান যুদ্ধ

(ছ) দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ

২.২.৪ বলকান জাতীয় জাগরণ ও জাতি-রাষ্ট্র গঠন।

(ক) সার্বিয়া

(খ) গ্রীস

(গ) রুমানিয়া

(ঘ) বুলগেরিয়া

২.২.৫ সারাংশ

২.২.৬ অনুশীলনী

২.২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.২.০ উদ্দেশ্য

বলকান উপদ্বীপ (Balkan Peninsula)—দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার একটি শিলাময় অঞ্চল। উত্তরে সাভা (Sava) ও ড্যানিউব (Danube) নদী থেকে দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বলকান নামটি এসেছে বলকান পাহাড়ের নাম থেকে। এটি বড় পাহাড় নয়, শিলাশ্রেণী মাত্র। উত্তরে ড্যানিউব থেকে শুরু হয়ে পূর্বদিকে বুলগেরিয়া অঞ্চল ঘুরে চলে গেছে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত। এই শিলাশ্রেণীর সর্বোচ্চ শিখর হল ইউম্‌রুকচল (Yumrukchal—৭, ৭৮৬ ফুট। এই উপদ্বীপকে কখনো কখনো ঈলিরিয়ান উপদ্বীপ (Illyrian Pennisula) বলা হয়। এর পূর্বদিকে আছে

কৃষ্ণসাগর, মারমারা (Marmara Sea) সাগর এবং ইজিয়ান সাগর (Aegian Sea)। এর পশ্চিমে আছে অড্রিয়াটিক সাগর (Adriatic) ও আইওনীয় সাগর। এর আয়তন ২,০০,০০০ বর্গমাইল। এর জনসংখ্যা ৩২,০০০,০০০। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ৪০০ বছর এই অঞ্চল তুর্কী সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।

২.২.১ প্রস্তাবনা

দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের যে অংশটি ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে উপদ্বীপ সৃষ্টি করেছে ঐ অঞ্চলকে বলকান উপদ্বীপ বলে। (ম্যাপ দেখুন) উনিশ শতকের শুরুতে বলকান উপদ্বীপের অধিকাংশ দেশ যথা—গ্রীস, সার্বিয়া, হারজেগোভিনা, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া, তুরস্ক ও অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সতেরো শতকে হাঙ্গেরীর বুডাপেষ্ট থেকে শুরু করে সমর বলকান উপদ্বীপ, আনাটোলিয়া (আধুনিক তুরস্ক), ককেশাস অঞ্চল, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, আরবদেশ এবং উত্তর আফ্রিকায় মরোক্কো, টিউনিসিয়া, লিবিয়া ও মিশর পর্যন্ত তুরস্ক সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সতেরো শতকের শেষ বছর থেকেই (১৬৯৯) তুরস্ক সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হতে থাকে। অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ সম্রাটরা হাঙ্গেরীর বুডাপেষ্ট, ট্রানসিলভ্যানিয়া প্রভৃতি স্থান পুনর্দখল করে। পরের শতকে রাশিয়া রুমানিয়ার বেসারাবিয়া কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম উপকূলের কিছু অংশ এবং ককেশাস ও আর্মেনিয়ার অংশ বিশেষ দখল করে। মিশর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায়। মরোক্কো, টিউনিসিয়া, লিবিয়া করদ রাজ্যের (tributary state) মর্যাদা পেলেও নিজেদের স্বাধীন মনে করে। অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও দুর্ধর্ষ পার্বত্যজাতি অধ্যুষিত আলবেনিয়া থেকে সুলতানরা কখনো কর আদায় করতে পারেনি। তুরস্ক কর্তৃক শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেও আলবেনিয়া প্রায় স্বাধীন ছিল।

ফরাসী বিপ্লবের পরোক্ষ ফল এবং নেপোলিয়নের শাসনসংস্কারের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে উনিশ শতকে ইউরোপে জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা দেখা দেয়। জাতিরাষ্ট্র বলতে বোঝাত পৃথক পৃথক ভাষা ও জাতির ভিত্তিতে (ethnicity) পৃথক রাষ্ট্রগঠন। জাতিরাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে প্রবল আকার ধারণ করে এবং ১৮৭০ সালে জার্মানি ও ইটালির ঐক্যবদ্ধ জাতি-রাষ্ট্র গঠন সম্পূর্ণ হয়। বলকান অঞ্চলের দেশগুলিতেও জাতিরাষ্ট্র গঠনের ঢেউ পৌঁছায়। এই পটভূমিতেই বলকান জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত।

অবশ্য বলকান জাতীয়তাবাদের একটি অন্যদিকও ছিল। দীর্ঘদিন তুর্কীশাসনে থেকে বলকান অঞ্চলের খ্রীষ্টান মানুষরা একটা বৈষম্যের মধ্যে দিন কাটাছিল। অটোমান সাম্রাজ্যে মুসলমান প্রজারা যে সুযোগ সুবিধা পেত তা খ্রীষ্টান প্রজারা অনেক সময়েই পেত না। তাছাড়া সেখানকার অমুসলমান প্রজারা কোথাও কোথাও মুসলমান প্রজাদের থেকে অনেক বেশি কর প্রদান করত। ফলে তারা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের খ্রীষ্টান ধর্ম ও পৃথক ঐতিহ্যের ভিত্তিতে মূলতঃ স্ল্যাভ জাতিসত্তার উপকরণগুলিকে নিয়ে পৃথক পৃথক জাতীয় অস্তিত্ব গড়ে তুলতে চাইছিল। মনে রাখতে হবে যে ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের শাসনসংস্কার যেভাবে জার্মানি ও ইটালির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে প্রেরণা জুগিয়েছিল সেভাবে বলকান রাষ্ট্রগুলিকে করেনি। সেখানে তাদের জাতীয়তাবাদের উৎস ছিল নিজেদের স্ল্যাভ ঐতিহ্য ও বিশিষ্টতা। অটোমান সাম্রাজ্য যতই দুর্বল হয়েছে ততই তারা সেই সাম্রাজ্য থেকে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে তোলার দিকে মন দিয়েছে।

২.২.২ বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

আয়তনে বিশাল হলেও উনিশ শতকে অটোমান সাম্রাজ্য রাজনৈতিক দিক থেকে ছিল খুবই দুর্বল। সুলতানরা ছিলেন অপদার্থ, দুনীর্তিগ্রস্ত ও সংস্কার বিমুখ। ইসলামীয় ধর্মীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত (theocratic) অটোমান সাম্রাজ্যে নানা জাতি, ভাষা ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষের বাস। বিভিন্ন ভাষাভাষি ও ধর্মীয় অধিবাসীদের মধ্যে মোটেই ঐক্য ছিল না।

শাসনশ্রেণী মুসলমান। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা (পাশা) কেন্দ্রের নির্দেশ না মেনে প্রায় স্বাধীনভাবে তুরস্কের বাছাই করা সৈন্যদের দ্বারা গঠিত **জানিসারি** (Janissery) দের সাহায্যে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তুরস্কের সেনাবাহিনীতে না ছিল শৃঙ্খলা, না ছিল আধুনিক অস্ত্রের যোগান।

তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগে ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করার চেষ্টা করে যায়। রাশিয়ায় কোন বন্দরই সারা বছর বরফমুক্ত ছিল না। রাশিয়া চাইছিল কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম উপকূল দখল করে নিয়ে বসফরাস ও ডার্ডানেলস প্রণালীর মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করতে। বলকান উপদ্বীপের অধিকাংশ লোক ছিল স্লাভ জাতি গোষ্ঠীভুক্ত ও গোঁড়া খ্রিষ্টান (Orthodox Christian or Greek Christian) ধর্মাবলম্বী। রাশিয়ানরাও ছিল স্লাভ জাতিভুক্ত ও গোঁড়া খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী। উনিশ শতকে রাশিয়া বলকান অঞ্চলে স্লাভ জাতীয়তাবাদের (Pan-slavism) পৃষ্ঠপোষকতা করে। উদ্দেশ্য ছিল নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করা এবং তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করে ঐসব দেশের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের তীরে পৌঁছানো।

হ্যাপসবুর্গ সাম্রাজ্যে নানা জাতি, ধর্ম ও ভাষাভাষি লোকের বাস। বলকান অঞ্চলে জাতিরাষ্ট্র গঠিত হলে হ্যাপসবুর্গ সাম্রাজ্যেও জাতিরাষ্ট্র গঠনের দাবি প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। তাই অস্ট্রিয়ার নীতি ছিল অটোমান সাম্রাজ্য অটুট রাখা, অবশ্য সুযোগ পেলে বসনিয়া, হারজেগোভিনা প্রভৃতি রাজ্যগুলি দখল করে নেওয়া, যাতে ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ সার্বরাষ্ট্র গঠিত হতে না পারে।

মিশর, সিরিয়া ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংলন্ড ও ফ্রান্স বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ইংলন্ড ও ফ্রান্স উভয়েরই নীতি ছিল ভবিষ্যৎ আরব অঞ্চল গ্রাস করা। তা সত্ত্বেও উভয় দেশই অটোমান সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখতে চাইত। ঐ অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। ১৮৬৯ সালে আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচলের জন্য সুয়েজ খাল খুলে দিলে ইংলন্ডের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ফ্রান্স ও ইংলন্ড বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত থাকতে পারে নি।

উনিশ শতকের প্রথম পর্বে প্রাশিয়া তুরস্কের ঘটনাবলী সম্পর্কে উদাসীন ছিল। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পর এবং জার্মানির দ্রুত শিল্পবিকাশ হলে, বিশেষভাবে ১৮৭৮ সালে বার্লিন চুক্তির পর, অস্ট্রিয়ার মিত্র হিসাবে জার্মানি তুরস্ক সম্পর্কিত প্রশ্নে জড়িয়ে পড়ে। জার্মানির বাড়তি জনসংখ্যার বসবাস ও উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের পক্ষে তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিল প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। ১৯০৮ সালে জার্মানির সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম কনস্টানটিনপল ভ্রমণ করেন ও তুরস্কের সুলতানকে জার্মানির মিত্র হিসাবে ঘোষণা করেন।

বাড়তি জনসংখ্যার বসবাসের জন্য এবং পুঁজি বিনিয়োগের জন্য উনিশ শতকের অন্তিম লগ্নে ইতালি ও তুরস্কের রাজ্যগ্রাসের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে থাকে।

রাশিয়া মনে করত তুরস্ক দুর্বল, তার শাসক হলেন ইউরোপের রোগগ্রস্ত মানুষ (Sickman of Europe)। যে কোন সময়ে এই সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য। ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির উচিত তুরস্কের পতনের আগেই এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা। তুরস্কের বিশেষ বিশেষ রাজ্যের প্রতি লোভ থাকলেও রাশিয়া ছাড়া অন্য বৃহৎরাষ্ট্র কেউই তুরস্কের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি চাইত না। তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এতই রেষারেষি ও বৈষম্য যে পশ্চিম ইউরোপের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি মনে করত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেয়ে দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার অধিকতর সহজ। তারা বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ইন্ধন যোগাত, কিন্তু কেউ চাইত না তুরস্ক-সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ুক। এই বৃহত্তর পটভূমি মনে রেখেই বলকান জাতীয়তাবাদের ইতিহাস পড়তে হবে।

বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। আমরা পর্যায়গুলি জেনে নিয়ে পৃথক জাতিরাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস পরে আলোচনা করব।

২.২.৩ বলকান জাতি-রাষ্ট্র গঠনের পর্যায়

(ক) প্রথম পর্যায় ঃ সার্বিয়ার বিদ্রোহ, ১৮০৪

বলকান জাতিগুলির মধ্যে সার্বিয়াই প্রথম তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তুরস্কের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা এবং রাশিয়ার আগ্রাসী নীতিতে উৎসাহিত হয়ে সার্বিয়া ১৮০৪ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। **কারাজর্জ** নামে স্থানীয় মেষপালক এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। তুর্কী সৈন্য, **জানিসারি** (Janissery), বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হয়। সার্বিয়ানরা সব তুর্কীদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়। ১৮১৩ সালে তুরস্ক সার্বিয়া পুনর্দখল করে। কারাজর্জ হাঙ্গেরীতে পালিয়ে যান। ১৮১৫ সালে আর এক সার্বিয়ান নেতা **মিলোস ও ব্রোনোভিক** কারাজর্জের হত্যা ঘটিয়ে নিজে সার্বিয়ানদের নেতা হন এবং আবার তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। রাশিয়ার চাপে পড়ে তুরস্কের সুলতান সার্বিয়ানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেয়, ওব্রোনোভিককে শাসন কর্তা বা পাশারূপে ঘোষণা করে। বেলগ্রেডে রাজধানী স্থাপিত হয়। সার্বিয়াই প্রথম বলকান রাজ্য যে তুরস্কের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পায়।

(খ) দ্বিতীয় পর্যায় ঃ গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রাম

বলকান জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৮২১ সালে গ্রীসের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা থেকে।

তুরস্কের শাসনাধীনে থাকলেও গ্রীকগণ নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। গ্রীসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তুরস্ক অযথা হস্তক্ষেপ করত না। গ্রীকরা দাবি করত তারা প্রাচীন গ্রীকজাতির বংশধর। নিজেদের ধর্ম (গ্রীক খ্রিষ্টান বা গোঁড়া খ্রিষ্টান) ভাষা ও ঐতিহ্য নিয়ে গ্রীকদের গর্ব ছিল। উনিশ শতকে গ্রীক স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় গ্রীক ভাষায় পুনর্জাগরণের মধ্য দিয়ে। ভাষা আন্দোলনে দুজন গ্রীক কবি ও সাহিত্যিক অগ্রণী ভূমিকা নেন। তাঁরা হলেন **আডামানটিওস কোরেস** (Adamantios Koraes) **ও রীগাস ফেরাইওস** (Rhigas Pheraiios) তাঁরা উভয়েই ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। ইটালি বা স্পেনের ধাঁচে রাজনৈতিক আন্দোলন করার জন্য রীগাস অনেক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন।

গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে **"হেটাইরিয়র ফিলিকে)"** (Hetairia Philike) নামে অন্য একটি গুপ্ত সমিতি। ক্রিমিয়া দ্বীপে গ্রীক বণিকরা আলেকজান্ডার ইম্পিলান্টি (Alexander Ipsilanti) নেতৃত্বে হেটাইরিয়া ফিলিকে (অর্থ Association of Friends বা সুহৃদ সমিতি) গঠন করে। তুরস্ক সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা গ্রীক বণিক ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ফিলিকের পৃষ্ঠপোষকতা করে। তুরস্কের কঠোর নীতির ফলে ফিলিকের আন্দোলন ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই আন্দোলনের সূত্র ধরেই মোরিয়া দ্বীপে তুর্কী রাজকর্মচারী ও সৈন্যদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। প্রত্যুত্তরে, তুরস্ক বহু খ্রিস্টানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং কনস্ট্যানটিনোপলের গ্রীক চার্চের প্রধান পুরোহিতকে কেটে জলে ভাসিয়ে দেয়।

ইউরোপে তখন রোমান্টিক ভাবধারার যুগ। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তারা গভীর সহানুভূতিশীল। ফ্রান্স, ইংলন্ড প্রভৃতি দেশে প্রবল জনমত সরকারের ওপর এই মর্মে চাপ সৃষ্টি করল যে তারা যেন তুরস্কের প্রতি তাদের চিরাচরিত নীতি ত্যাগ করে এবং গ্রীকদের সাহায্যে এগিয়ে যায়। গ্রীক বণিকরা ইংলন্ডের ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর অর্থ ধার নিয়েছিল। তাই ইংলন্ডের স্বার্থ ছিল গ্রীকদের রক্ষা করা। নতুন বিদেশমন্ত্রী ক্যানিং গ্রীসে হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে গেলেন।

আসলে গ্রীকদের অভ্যুত্থান নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রজাগোষ্ঠীর মানুষের (Subject people) বিদ্রোহ অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর মেটারনিক সমর্থন করতেন না। কারণ তাতে

জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহকে সমর্থন করা হয়। বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসাবে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি তা করতে পারে না। তাছাড়া ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া উভয়ই রাশিয়ার সম্প্রসারণশীলতার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ ও ঈর্ষাকাতর ছিল। ১৮২২ সালে যখন রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার গ্রীকদের সমর্থনে অগ্রসর হলেন তখন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর মেটারনিক ও ইংলন্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসেলরির (Castlereagh) সম্মিলিত কূটনৈতিক কৌশলে তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইউরোপের শক্তিগুলি নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। ইংলন্ডে হেলেনিজ্‌ম (Hellenism) বা গ্রীক সংস্কৃতি সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা ছিল। ইংরাজ কবি বায়রন (Byron) নিজে গিয়েছিলেন গ্রীকদের হয়ে যুদ্ধ করতে। রাশিয়াতে জার আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারী শাসক নিকোলাস গ্রীকদের সমর্থনে এগিয়ে আসতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আর ১৮২২ সালের পর ইংল্যান্ডে ক্যাসেলরির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন উদারনৈতিক নেতা ক্যানিং। রাশিয়া চাইত না গ্রীকদের পরাজয় ঘটুক, ইংল্যান্ডও শেষ পর্যন্ত চাইত না গ্রীক সংস্কৃতির বিনাশ ঘটুক। ফ্রান্সেও আসতে আসতে গ্রীকদের সম্বন্ধে সহমর্মিতা গড়ে উঠেছিল। শুধু মেটারনিক মনে করতেন যে গ্রীকরা বিদ্রোহী—তাদের ভাগ্য তারাই রক্ষা করবে, অন্য কেউ নয়। প্রাশিয়াও এই মত পোষণ করত। কিন্তু ইউরোপীয় কোন শক্তির ওপর তুরস্ক একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করুক এটি কেউই চাইত না। এই অবস্থায় গ্রীক পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে।

১৮২৫ থেকে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের দ্রুত পটপরিবর্তন হতে থাকে। তুরস্কের সুলতানের অনুরোধে মিশরের প্রায় স্বাধীন শাসনকর্তা মেহমেত পাশা তুরস্কের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। মেহমেত আলির পুত্র ইব্রাহিম আলি মোরিয়া আক্রমণ করেন ও গ্রীকদের নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এ অবস্থায় ইংলন্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া সম্মিলিতভাবে গ্রীসের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। তারা সুলতানকে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দেন, কিন্তু মেহমেৎ আলির সাহায্য পেয়ে সুলতান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ইঙ্গ ফরাসী নৌ-বাহিনী তুর্কী নৌ-বাহিনীকে নাভারিনো (Navarino) এর যুদ্ধে বিধ্বস্ত করে (১৮২৭)। তুর্কী নৌ-বাহিনীর ধ্বংস ইংলন্ড ও ফ্রান্সের অভিপ্রেত ছিল না। ইংলন্ড ঐ ঘটনার জন্য তুরস্কের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে। ইংলন্ড, ফ্রান্স থমকে গেলে রাশিয়া এককভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল করে গ্রীসে প্রবেশ করে ও যুদ্ধ করতে করতে এড্রিয়ানোপল পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তুরস্ক বাধ্য হয়ে **এড্রিয়ানোপল-এর সন্ধি (১৮২৯)** স্বাক্ষর করেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে তুরস্ক গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। ব্যাভেরিয়ার রাজকুমার প্রিন্স অটো গ্রীসের রাজা হলেন। রাশিয়ার তত্ত্বাবধানে মোলডাভিয়াও ওয়ালাচিয়া, প্রদেশ দুটি স্বায়ত্তশাসন লাভ করল। রাশিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যে অবাধ বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করল। ১৮৩০ সালের লন্ডন চুক্তিতে ইংলন্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া মিলিতভাবে গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করে ও স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ করে দেয়।

গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ সর্বত্র বলকান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে।

(গ) ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী অধ্যায়

তুরস্ক সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবক্ষয় এবং ঐ অঞ্চলে রাশিয়ার আগ্রাসী নীতি ক্রিমিয়ার যুদ্ধের মূল কারণ। যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল কিছুটা তুচ্ছ কারণে—জেরুজালেমে খ্রিস্টানদের পবিত্র স্থানগুলির উপর কর্তৃত্ব নিয়ে রোমান ক্যাথলিক ও গোঁড়া খ্রিস্টান (Orthodox Christian বা Greek Christian) যাজকদের মধ্যে বিরোধ থেকে। ১৭৪০ সালের এক চুক্তিতে তুরস্ক ফ্রান্সকে রোমান ক্যাথলিকদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়, অন্যদিকে ১৭৭৪ সালের কুচুক-কাইনার্ডজি চুক্তিতে রাশিয়া গোঁড়া খ্রিস্টানদের অভিভাবকত্বের অধিকার পায়। জেরুজালেমের পবিত্র স্থানগুলি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন নিজের দেশের লোকেদের মন জয় করার জন্য ক্যাথলিকদের সাহায্যে এগিয়ে যান। অন্যদিকে রাশিয়া গোঁড়া খ্রিস্টানদের পক্ষ অবলম্বন করে। সুলতান উভয়পক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছুটা চাতুরীর আশ্রয় নেন—কিন্তু কোন পক্ষকেই শেষ পর্যন্ত খুশী করতে পারেন নি।

রাশিয়ার জার প্রথম নিকোলাস মনে করতেন তুরস্ক ইউরোপের 'রুগ্ন ব্যাক্তি' (Sickman of Europe)। তিনি বার বার ইংলন্ডকে বোঝাতে চাইছিলেন যে তুরস্কের পতন অনিবার্য ও আসন্ন। এই অবস্থায় ইংলন্ড ও রাশিয়ার উচিত তুরস্কের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার আসা। নিকোলাস ইংলন্ড পরিভ্রমণে যান ইংলন্ডের মনোভাব জানার জন্য। কিন্তু ইংলন্ড তার মনোভাব স্পষ্ট করে জানায় নি। এই সময়ে আরও যে কূটনৈতিক আলোচনা হয়েছিল তাতেও ইংলন্ড তার নীতি পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করে নি। জেরুজালেমে খ্রিষ্টান যাজকদের বিরোধ, তৃতীয় নেপোলিয়নের স্বার্থচিন্তা, ইংলন্ড ও রাশিয়ার ভুল বোঝাবুঝি ক্রিমিয়ার যুদ্ধের জন্য দায়ী।

রাশিয়া মোলডাভিয়া ওয়ালাচিয়া দখল করলে অস্ট্রিয়ার উদ্যোগে ইংলন্ড, ফ্রান্স ও প্রাশিয়া ভিয়েনায় মিলিত হয়ে তুরস্ককে সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু প্রস্তাব পাঠায় (Viena Note)। তুরস্ক ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে যুদ্ধ ঘোষণা করে (১৮৫৩)। যুদ্ধ প্রধানত ক্রিমিয়া দ্বীপে সীমাবদ্ধ থাকে। ইংলন্ড, ফ্রান্স তুরস্কের পক্ষে যোগদান করে। পরে সার্ডিনিয়া -পীডমন্টও মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। সেবাস্তপোল-এ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও দীর্ঘ অবরোধের পর রাশিয়া সেবাস্তপোল ছেড়ে চলে যায়। যুদ্ধ, কলেরা, টাইফাস প্রভৃতি মহামারী এবং রাশিয়ার প্রচণ্ড শীতে আট লক্ষাধিক সৈন্য নিহত হয়েছিল। প্যারিসের শান্তি চুক্তিতে (১৮৫৬) ক্রিমিয়া যুদ্ধের অবসান হয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী। আমরা এখানে প্যারিস চুক্তি বলকান জাতীয় আন্দোলনের ওপর যে প্রভাব ফেলেছিল সেই দিকটি নিয়েই আলোচনা করব।

প্যারিস চুক্তির শর্ত অনুসারে তুরস্ক মোলডাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া ফিরে পেল। প্রদেশ দুটি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে। রাশিয়া বেসারাবিয়ার অংশবিশেষ তুরস্ককে ছেড়ে দিল এবং সার্বিয়ার ওপর অভিভাবকত্বের দাবী ত্যাগ করল। সার্বিয়ার স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আবার স্বীকার করে নেওয়া হল। তুরস্ক তার খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি সুবিচার ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে অবস্থার উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিল। অন্যদিকে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি (ফ্রান্স, ইংলন্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া) তুরস্কের খ্রিস্টান প্রজাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়। একটি পৃথক চুক্তির দ্বারা ইংলন্ড, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়।

(ঘ) রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ ও বার্লিন চুক্তির পরবর্তী অধ্যায়

প্যারিসের শান্তিচুক্তির পর বলকান অঞ্চলে স্বাধীন গ্রীস এবং স্ব-শাসিত সার্বিয়া ও মোলডাভিয়া ওয়ালাচিয়ার অবস্থান স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু তখনও সার্ব জাতি অধ্যুষিত বসনিয়া, হারজেগোভিনা ও মন্টিনিগ্রো এবং বুলগার জাতি অধ্যুষিত বুলগেরিয়া তুরস্কের প্রত্যক্ষ শাসন অধিকারে ছিল। এড্রিয়াটিক উপসাগরের কূলে আলবেনিয়ায় ছিল দুর্ধর্ষ উপজাতিদের বাস। সেখানকার শাসনকর্তা তুরস্ক কর্তৃক নিযুক্ত হলেও আলবেনিয়া ছিল প্রায় স্বাধীন। পশ্চিম ইউরোপে তখন জাতি-রাষ্ট্র গঠনের প্রবল জোয়ার। আন্দোলনের ঢেউ বলকান অঞ্চলেও পৌঁছায়। সার্বিয়া চাইছিল বসনিয়া, হারজেগোভিনা, মন্টিনিগ্রো, অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী অন্তর্ভুক্ত সার্ব অধ্যুষিত এলাকা এবং ম্যাসিডোনিয়ার সার্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে বৃহত্তর সার্ব রাষ্ট্রগঠন করতে। বুলগেরিয়াতেও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

প্যারিসের শান্তি চুক্তির পর তুরস্ক সংস্কারে হাত দেয়। মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহূদী ধর্মযাজকদের বিশেষ শাসনক্ষমতা বাতিল করা হয়, আইনের চোখে সবাইকে সমান অধিকার দেওয়া হয়, দক্ষতা অনুসারে সব জাতি ও ধর্মের প্রজাকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ ও অমুসলমানদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং নির্মম করব্যবস্থা ও বর্বর শাস্তিদান প্রথার সংস্কার করা হয়। কিন্তু মুসলমান ধর্মীয় নেতা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা এইসব সংস্কার মানতে অস্বীকার করে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার অসহায় বোধ করে এবং শাসনসংস্কার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। এই পটভূমিতেই বলকান অঞ্চলে নতুন করে সঙ্কট সৃষ্টি হয়।